বিষয় সূচী

প্রথম ভাগ ঃ সাধারণ আলোচনা ১

প্রথম অধ্যায়—উদ্যানতত্ত্ব ২—৪

পুষ্পোদ্যান, ফলের বাগান, সব্‌জী বাগান, সৌখিন বা গার্হস্থ্য উদ্যানতত্ত্ব। বিক্রয়মূলক বা অর্থকরী উদ্যানতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্বের গুরুত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায় —মাটি ৫—২৯

মাটির গঠন, অজৈব পদার্থ, কংকর, বালি, পলি, কর্দমরেনু, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু, মাটির প্রকার, বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, এঁটেল মাটি, মাটির কণা বিশ্লেষণ, অন্যান্য প্রকারের মাটি, মাটির অঙ্গবিন্যাস, উদ্ভিদের জন্য খাদ্যোপাদান, মুখ্য উপাদান, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন বা লৌহ, সালফার বা গন্ধক, গৌন উপাদান, ম্যাংগানিজ, বোরন, জিঙ্ক, কপার, মলিবডেনাম, অন্যান্য উপাদান ; মাটিস্তর, উচ্চস্তর, নিম্নস্তর, সর্বনিম্নস্তর ; মাটির গভীরতা, মাটির অম্লত্ব, অম্লীয় মাটি, ক্ষারীয় মাটি, বাংলাদেশের মাটি, গঙ্গাবাহিত পলিমাটি অঞ্চল, ব্রহ্মপুত্রবাহিত পাললিক ভূমি, তিস্তার পলিমাটি এলাকা, বরেন্দ্রভূমি, মধুপুরী অঞ্চল, লোণা এলাকা, পাহাড়িয়া এলাকা ; বাংলাদেশের সতের প্রকারের মাটি।

তৃতীয় অধ্যায়—জলবায়ু ৩০—৩৪

উষ্ণতা, অক্ষাংশ, নিরক্ষীয় অঞ্চল, অবনিরক্ষীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, হিমমণ্ডল, উচ্চতা, বৃষ্টিপাত, সমুদ্র হইতে দূরত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়—গাছ জন্মানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়া ৩৫—৪৫

ভূমিকর্ষণ, কর্ষণযন্ত্র, কোদাল, লাঙ্গল, পার্শ্বপক্ষ লাঙ্গল, কলের লাঙ্গল, মই, আঁচড়া বা বিদে, খুরপী, পানি-সেচ ও নিকাশ, পানি উত্তোলনের যন্ত্র, দোন, সিউনি, পাইকোটা, বলদেও বালতি, পাসিয়ান হুইল, মোট, ইজিপসিয়ান স্ক্রু, তাবুট, নলকূপ, দমকল বা পাম্প, গভীর নলকূপ, শক্তিচালিত অগভীর নলকূপ, সেচের পানির পরিমাপ, সেচ পদ্ধতি, প্লাবন পদ্ধতি, থালা প্রণালী, নালা প্রণালী, বর্ষণ পদ্ধতি, ঝাঁঝরি পদ্ধতি, সেচ সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, উষর কৃষি, পানি নিকাশ, মাটির ক্ষয় এবং উহার প্রতিরোধ, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সমস্যা, আগাছা দমন, বাংলাদেশের আগাছা, অন্যান্য বিবিধ প্রক্রিয়া, বীজবপন ও চারা রোপণ, আস্তরণ, শস্য-সংগ্রহ, শস্য পর্যায়, প্রয়োজনীয়তা, শস্য-পর্যায়ের মূলনীতি, শস্য-পর্যায়ের নমুনা, বাগানের যন্ত্রপাতি।

পঞ্চম অধ্যায়—সার ৫৯—৭৪

সাধারণ সার, বিশেষ সার, গোবর সার, খামারজাত সার, কম্পোষ্ট, সবুজসার, খৈল, হাস মুরগীর বিষ্ঠা, অশ্ব, ছাগ ও মেষ-বিষ্ঠা, মনুষ্য বিষ্ঠা, গো-চনা, মৎস্য-চূর্ণ, পাতাপচাসার, হাড়ের গুঁড়া, প্রাণীর রক্ত, তরল সার, সাবানের ফেনা, পুরাতন সুরকী, পাঁক ও বোদ মাটি, ছাই, এমোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, সোডিয়াম নাইট্রেট, এমোনিয়াম নাইট্রেট, অন্যান্য নাইট্রোজেন প্রধান সার, সুফারফসফেট, বেসিক স্ল্যাগ, অন্যান্য ফসফরাস প্রধান সার, মিউরিয়েট অব পটাশ, সালফেট অব পটাশ, কায়নিট, অন্যান্য পটাসিয়াম প্রধান সার ; চুন ; সারমিশ্রণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়—কীটশত্রু ও রোগ দমন ৭৫—১০৬

কীটনাশক ঔষধ, বিষটোপ, বিষাক্ত গ্যাস, রোগ বা ছত্রাক দমনকারী ঔষধ, বোর্দো মিকচার, বোর্দোপেষ্ট, বার্গাণ্ডিমিকচার, লাইম সালফার, জিঙ্ক সালফেট লাইম মিকচার, চেশাণ্ট কম্পাউণ্ড, ফর্মালিনের সাহায্যে মাটি শোধন, সাবধানতা, বিভিন্ন গাছের কীট শত্রু ও রোগ এবং তাহাদের দমন পন্থা ঃ—আম, কলা, লিচু, আনারস, নারিকেল, পেয়ারা, লেবুজাতীয় গাছ, কাঁঠাল, আতা ও শরীফা, কুল, বেল, সফেদা, জাম, ডালিম, তরমুজ ও ফুটি, পানিফল, সুপারী, কফি, বেগুন, আলু, মিষ্টি আলু, ঢেঁড়শ, লাউ ও কুমড়াজাতীয় গাছ, সীম জাতীয় গাছ, ডাঁটা, বিলাতী বেগুন, বাঁধাকপি, ওলকপি, ফুলকপি, মরিচ, সরিষা, মূলা, মটরশুঁটি, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ ও রসুন, গোলাপ পান, চা, বাঁশ, পেঁপে, কাজুবাদাম, আঙ্গুর, পালংশাক, জিনিয়া, ক্রিসেনথিমাম, হোলিহক।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ফুল ১০৭

প্রথম অধ্যায়—ফুলবাগান ও তাহার পরিকল্পনা ১০৯—১১৬

ফুলবাগানের প্রকার, মাটি, বেড়া-নির্মাণ, বাগানের নক্‌শা, ভূমি প্রস্তুতকরণ, রাস্তা, লন, হাঁসিয়া, কেয়ারী, গালিচা-নক্‌সা, ঝরণা, জলপ্রপাত ও ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়, জলাশয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চারা উৎপাদন ও যত্ন ১১৭—১২৩

চারা-বাড়ী, গ্রীষ্মাবাস, শীতাবাস, বীজতলা প্রস্তুতকরণ ও বীজ বপন, টবে গাছ রোপণ ও বপন, বারান্দা ও বৈঠকখানায় বাগান, সার প্রয়োগ।

তৃতীয় অধ্যায়—মরসুমী ফুল ১২৪—১৪১

শীতকালীন মরসুমী ফুল ঃ অ্যাক্রোক্লিনিয়াম, অ্যাব্রোনিয়া, অ্যাডোনিসা, অ্যাগারেটাম, অ্যালথিয়া, অ্যাগ্রোষ্টেমা, অ্যালাইসাম, অ্যাণ্টারহিনাম, অ্যাষ্টার, ক্যালেণ্ডুলা, ক্যালসিওলারিয়া, ক্যাম্পানুলা, ক্যাণ্ডিটাফট, কার্ণেশান, ক্লার্কিয়া, ক্রাইসেনথিমাম, ক্লায়েন্থাস, কনভলভিউলাস, করিওপসিস, কসমস, কর্ণফ্লাওয়ার সেণ্টোরিয়া, ডালিয়া, ডায়ান্থাস, চায়না পিঙ্ক, সুইট উইলিয়াম, গেলার্ডিয়া, হেলিয়েন্থাস বা সূর্য-মুখী, হেলিক্রাইসাম, ইপোমপসিস, লার্কস্পার, লাইনেরিয়া, লোবেলিয়া, লুপিন, ম্যারিগোল্ড, মিগ্নোনেট, মিরাবিলিস, মিওসটিস, ন্যাষ্টারসিয়াম, প্যানজি, পিটুনিয়া, পপি, ফ্লক্স্, স্টক, সুইট পী, ভার্বেনা, ভায়োলেট, জিনিয়া।

বর্ষাকালীন মরসুমী ফুল ঃ অ্যামারেন্থাস, মোরগজবা, বোতামফুল, অপরাজিতা, আইপোমিয়া, দোপাটী, কৃষ্ণকলি, সন্ধ্যামনি, গেলার্ডিয়া, জিনিয়া, সূর্যমুখী।

চতুর্থ অধ্যায়—লিলী জাতীয় গাছ ১৪২—১৪৮

রজনীগন্ধা, নার্গিস, অ্যামারিলিস, ইউক্যারিস, অ্যাগেভ, ভূঁই-চাপা, দোলন চাঁপা, সর্বজয়া, উলট-চণ্ডাল, লিলিয়াম, ডে-লিলী, ফাক্সিয়া, ইয়াক্কা, অ্যাসপারাগাস, অ্যাগাপান্থাস, দশবাইচণ্ডি, জাফরান, ডালিয়া।

পঞ্চম অধ্যায়—ঝোপ জাতীয় ফুল ও সুদৃশ্য গাছ ১৪৯—১৬৫

গোলাপ, যুঁইশ্রেণীর ফুল, বেলী, যুঁই, চামেলী, কুন্দ বা মল্লিকা, স্বর্ণযুঁই, সেফালি, গন্ধরাজ, করবী-জাতীয় ফুল, কবরী, কন্কে ফুল, টগর, নয়নতারা, গুইচি চাঁপা, আলামাণ্ডা, হাস্নাহেনা, কামিনী, কাঁঠালী চাঁপা, জহরী চাঁপা, জবা, স্থলপদ্ম, রঙ্গন, ইউফোর্বিয়া, ল্যাণ্টানা, প্লাম্বাগো, স্যানসীজিয়া, ঝাটি, ডম্বিয়া, ফ্রান্সিশিয়া, পাতাবাহার, পয়েনসেটিয়া, মুক্তঝুরি, ম্যানিহট, জ্যাট্রোফা, অ্যারালিয়া, প্যানাক্স, মুসাণ্ডা, জাষ্টিসিয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পুষ্পধারী বৃক্ষ ১৬৬—১৭০

চাঁপা জাতীয় ঃ চাঁপা, ম্যাগনোলিয়া, কনক-চাঁপা, নাগেশ্বর-চাঁপা, সুলতানা চাঁপা, গুইচি চাঁপা।

লেগুম জাতীয় ঃ কৃষ্ণচূঁড়া, মোহনচূঁড়া, বকফুল, অশোক, পারিজাত, কাঞ্চন, আমহার্ষ্টিয়া, ব্রাউনিয়া, সোনালী।

অন্যান্য ঃ ফুরুশ, জারুল, উলট-কম্বল, বিলাতি হরশৃঙার, আকাশ নিম।

সপ্তম অধ্যায়—সুদৃশ্য বৃক্ষ ১৭১—১৭৫

কাঞ্চন, শিশু, বাবলা, শিরিশ, কৃষ্ণচূঁড়া, নিম, লাইলাক, বড় মেহগিনি, লিচু, কথবেল, আমলকি, জাম, চালতা, সফেদা, বকুল, ডালিম, দেবদারু, অশ্বত্থ, বট, রবার, সেগুন, অর্জুন, কদম, ইউক্যালিপ্টাস, গ্রেভিলিয়া, তেজপাতা, দারুচিনি, কর্পূর, তুন, মজনু, ছাতিম, পাকিয়া।

অষ্টম অধ্যায়—পাম জাতীয় গাছ ১৭৬—১৭৯

ক্যাবেজ পাম, সুপারী, অ্যারেকা লুটেসেন্স, লিভিষ্টোনা, রয়াল পাম, টালিপট পাম, ডুম-পাম, ফ্যান লিভড পাম, টাইকোস্পার্মা, ক্রাইসেলিডোকার্পাস, ক্যালামাস, চিমারপস্, ইউটারপি।

নবম অধ্যায়—লতা জাতীয় গাছ ১৮০—১৮৫

বাগানবিলাস, মালতী, ঝুমকোলতা, কুঁচ, ব্রহ্মলতা, আইপোমিয়া, কুঞ্জলতা, কমব্রেটাম, বিগ্নোনিয়া, বিউমনশিয়া, অ্যারিষ্টোলিকিয়া, টিকোমা, থান-বার্জিয়া, ক্রিপিং টিউবরোজ, অ্যান্টিগনন, ব্যানিষ্টারিয়া, প্রিমরোজ, হয়া।

দশম অধ্যায়—ঝাউ জাতীয় গাছ ১৮৬—১৮৮

থুজা, সাইপ্রেস, জুনিপার, অরোকেরিয়া, পাইন, ট্যামারিক্স, বিলাতী ঝাউ।

একাদশ অধ্যায়—জলজ সুদৃশ্য গাছ ১৮৯—১৯০

পদ্ম, রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম, শালুক, বড় শালুক, ভিক্টোরিয়া রিজিয়া, মাখনা।

দ্বাদশ অধ্যায়—ক্যাকটাস, অর্কিড ও ফার্ণ ১৯১—১৯৮

ক্যাক্‌টাস ঃ—ফনিমনসা, নিপল-ক্যাকটাস, মেলোক্যাকটাস, সেরিয়াস, এচিনোক্যাকটাস, পেরেসকিয়া, এপিফাইলাম, রিপস্যালিস।

অর্কিড ঃ—ডেণ্ড্রোবিয়াম, ভাণ্ডা, এরাণ্ডিনা, ভ্যানিলা, এপিডেণ্ড্রাম, সিলোগাইন, সার্টোপেরা, রেনানথেরা, স্যাকোলাবিয়াম, এরাইডিস।

ফার্ণ ঃ—অ্যাডিয়েণ্টাম, প্লাটিসিরিয়াম, অ্যাসপ্লেনিয়াম, হেমিওনিটিস, পলিপোডিয়াম, জিম্নোগ্রামা, ড্যাভালিয়া, ট্রাইকোমেনিস, গ্লিচেনিয়া, লাইগোডিয়াম, নথকলিনা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ফুল পঞ্জিকা ১৯৯—২০৮

তৃতীয় ভাগ : ফল ২০৯

প্রথম অধ্যায়—ফল উৎপাদনের গুরুত্ব ও সুযোগ-সুবিধা ২১১—২১৯

ফলের খাদ্যমান, খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ, অর্থকরী গুরুত্ব, পতিত জমির সদ্ব্যবহার, খাদ্য-ঘাটতি পূরণ, সহজ ব্যবস্থাপনা, স্থাবর সম্পত্তি, নূতন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়-সঙ্কোচ ও উপার্জন, ফল-উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা, বাংলাদেশের বিভিন্ন ফলের জমির পরিমাণ ও ফলন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ফল বাগানের পরিকল্পনা ও প্রারম্ভিক কাজ ২২০—২৩২

স্থান ও ফলের গাছ নির্বাচন, ভূমি প্রস্তুত করণ, বাগানের নক্সা, গাছ রোপণের দূরত্ব, রোপণ প্রণালী, আয়তাকার, বর্গাকার, কুইন্‌কাংস, ত্রিকোণী, ষড়ভুজী, কণ্টুর, গাছের সংখ্যা নির্ণয়, কাগজে নক্সা অঙ্কন, রোপণের দূরত্ব অনুসারে একরপ্রতি গাছের সংখ্যা, ভূমিতে গাছের স্থান চিহ্নিতকরণ, প্রারম্ভিক কাজ।

তৃতীয় অধ্যায়—গাছের বংশ বিস্তার ২৩৩—২৪৮

যৌন বংশ বৃদ্ধি, অযৌন বংশ বৃদ্ধি, কাটিং, মূল উৎপাদনের সাহায্যকারী দ্রব্য, লেয়ারিং, গ্রাফটিং, সংস্পর্শ জোড়-কলম, ভিনিয়ার কলম, পার্শ্ব কলম, ছিন্নমস্তা কলম, ফাটল কলম, জিহ্বা কলম, বল্কল কলম, জিন কলম, গোঁজ কলম, সেতু কলম, বাডিং, বর্ম চোখ কলম, তালি চোখ কলম, চক্রচোখ কলম, চোখ কলমের সুবিধা, কলমের মোম।

চতুর্থ অধ্যায়—চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা ২৪৯—২৫৪

গর্ত খনন, গর্তে সার-প্রয়োগ, চারা রোপণ, পানি সেচ, মাঠে সার-প্রয়োগ, অঙ্গ ছাটাই, অন্তর্বর্তী চাষ, অন্তর্বর্তী ফসল, কীটশত্রু ও রোগ।

পঞ্চম অধ্যায়—ছাটাই করণ ২৫৫—২৬৪

ট্রেনিং, ট্রেনিং এর বিভিন্ন পদ্ধতি, উচ্চকেন্দ্র, নাতিউচ্চ কেন্দ্র, প্রুনিং, কোন্ গাছের জন্য কিরূপ ছাটাই চলিতে পারে, মূল ছাটাই, স্থানান্তরকালীন পাতা ছাটাই, ফুল ও ফল পাতলা করা, ছাটাই এর যন্ত্রাদী, ছাটাইএর সময়, ছাটাই সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়—অফলোৎপাদিকা সমস্যা ২৬১—২৭০

আভ্যন্তরীণ কারণ : অসম্পূর্ণ ফুল, অসম স্ত্রীকেশর, বিভিন্ন কেশরের

পূর্ণতার সময়ের অমিল, পুষ্পকুঁড়ির পতন, পরাগ রেণুর হীনবলতা, শঙ্করতাজনিত বন্ধ্যাত্ব, অসঙ্গতি, রেণুনলের ধীরবৃদ্ধি, গাছের আভ্যন্তরীণ খাদ্যাবস্থা, কার্বোহাইড্রেট-নাইট্রোজেন অনুপাত।

বাহ্যিক কারণঃ উত্তাপ, আলো, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুবেগ, অবস্থান, ঋতু, খাদ্য-সরবরাহ, গাছের বয়স ও প্রাণশক্তি, ছাটাই কলম করা, কীটশত্রু ও রোগ, ঔষধ ছিটানো।

অফলোৎপাদিকা সমস্যার সমাধান

সপ্তম অধ্যায়—ফল সংগ্রহ ও বিক্রয় ২৭১—২৭৪

ফল-সংগ্রহ, বিক্রয়, বাছাই, শ্রেণী বিভাগ, প্যাকিং, পরিবহন, ফলের বাজার জাত করণের উন্নতি সাধনের উপায়।

অষ্টম অধ্যায়—ফল সংরক্ষণ ও ফলজাত দ্রব্য ২৭৫—২৮৬

ফল ও সবজী নষ্টকারী জীবাণু, তাজা অবস্থায় সংরক্ষণ, পরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষণ, ফলজাত খাদ্যদ্রব্য, পানীয় দ্রব্য, রস, স্কোয়াশ, কর্ডিয়াল, সিরাপ, জেলী, মার্মালেড, জ্যাম, মোরব্বা, চাটনী, ভিনিগার।

নবম অধ্যায়—বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফল ২৮৭—৩৯০

কলা (২৮৭), পেঁপে (৩০৩), আনারস (৩১১), আম (৩১৭), লিচু (৩৩৬), নারিকেল (৩৪২), সফেদা (৩৫৪), তরমুজ (৩৫৭), ফুটি (৩৬১), পেয়ারা (৩৬২), কাঁঠাল (৩৬৮), কমলালেবু (৩৭২), লেবু (৩৭৮), বাতাবি লেবু (৩৮২), আতা ও শরীফা (৩৮৪), বেল (৩৮৬), কুল (৩৮৭), জাম (৩৮৯)।

দশম অধ্যায়—বাংলাদেশের অপ্রধান ফল ৩৯১—৪০৬

তাল, খেজুর, আমড়া, চালতা, তেঁতুল, কাজু বাদাম, আমলকি, গোলাপ জাম, আঁশফল, করমচা, জামরুল, কামরাংগা, জলপাই, লোই, টেপারী, দেওফল, ডুমুর, লটকা, চুকুর, বইচি, পানিয়ালা, গাব, ডালিম, কাউফল, বিলাতী আমড়া, দেশী বাদাম, বকুল ফল, মহুয়া, পানিফল, মাখনা, বিলিম্বি।

একাদশ অধ্যায়—বাংলাদেশের উপযোগী বিদেশী ফল ৪০৭—৪১৩

অ্যাভোকেডো, ফলসা, মানগুস্তান, রুটিফল, আকী, ম্যাকাডেমিয়া, তারাকা-ফল, ষ্ট্রবেরী, ডুরিয়ান, ব্রাজিল বাদাম, রাম্বুটান, ট্রপিকাল আপেল, বাটারনাট সাপুকাইয়া নাট, পুলাসান, প্যাসনফল, লোকাট, ল্যাংসাট।

দ্বাদশ অধ্যায়—নাতিশীতোষ্ণ ও অবগ্রীষ্ম মণ্ডলীয় ফল ৪১৪—৪২৩

আপেল, নাশপাতি, আঙ্গুর, বেদনা, পীচফল, আলুচা, আলুবোখারা, খুবানি, বাদাম, আখরোট, পেকাননাট, পেস্তাবাদাম, তুঁতফল, চেরী। বৃক্ষ টম্যাটো, কাকি, হ্যাজেলনাট, আনারস-পেয়ারা, ষ্ট্রবেরী-পেয়ারা।

চতুর্থ ভাগ ঃ শাক-সব্জী ৪২৫

প্রথম অধ্যায়—সবজী বাগানের পরিকল্পনা ৪২৭—৪৩৬

গার্হস্থ্য সবজী বাগান, বিক্রয়মূলক সবজী বাগান, স্থান নির্বাচন, মাটি, বেড়া, বাগানের নক্সা, সবজী পঞ্জিকা, ভূমি প্রস্তুতকরণ, বীজতলা প্রস্তুতকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বীজবপন ও পরবর্তী পরিচর্যা ৪৩৭—৪৪২

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বীজ পরীক্ষা, বীজ বপন, চারার যত্ন, চারা রোপণ, পানি সেচন, সার-প্রয়োগ, অন্তর্বর্তী চাষ ও আগাছা বাছাই।

তৃতীয় অধ্যায়—খরিপ সবজী ৪৪৩—৪৫৭

ঢেঁড়শ (৪৪৩), পটল (৪৪৬), মিষ্টি কুমড়া (৪৪৮), চালকুমড়া (৪৫০), শসা (৪৫১) উচ্ছে ও করলা (৪৫৪) কাকরল, কাঁকুড়, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা, পুঁই।

চতুর্থ অধ্যায়—রবি সবজী ৪৫৮—৪৯০

ফুলকপি (৪৫৮), বাঁধাকপি (৪৬৪), ওলকপি (৪৬৬), শালগম (৪৬৮), বিলাতী বেগুন (৪৭০), আলু (৪৭৩), মূলা (৪৮১), লাউ (৪৮২), মটরশুটি, গাজর, বীট, লেটুস, পালং, সীম, বরবটি, মাখনসীম, চারকোণা সীম, লিমা, বীন, চওড়া সীম, অ্যাসপারাগাস বীন, ফ্রেঞ্চবীন, সিলারী, স্কোয়াশ, ব্রকোলি, ব্রাসেল্‌স স্প্রাউটস, সলসিফাই, পার্সনিপ, আর্টিচোক।

পঞ্চম অধ্যায়—অন্যান্য সবজী ৪৯১—৫০৬

বেগুন (৪৯১), মিষ্টি আলু (৪৯৪), মানকচু (৪৯৫), মুখীকচু (৪৯৭), পঞ্চমুখী কচু, ওলকচু, চুপড়ী আলু, শাঁকালু, নটেশাক, লালশাক, বতুয়াশাক, সজিনা, মেস্তা, শিমুল আলু।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মশলা ৫০৭—৫২৯

মরিচ (৫০৭), আদা (৫১৩), হলুদ (৫১৬), পেঁয়াজ (৫১৯), রসুন (৫২৩), জিরা, সা-জিরা, মৌরী, ধনিয়া, কালিজিরা, মেথি, শুলফা শাক, পুদিনা, গোল মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, কর্পূর, এলাচ, লবঙ্গ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সবজী পঞ্জিকা ৫২৯—৫৩৭

পরিশিষ্ট

অন্যান্য গাছ-পালা ৫৪১—৫৫৭

সাধারণ খাদ্য শস্য ৫৪১

ডাল-শস্য ৫৪৭

তৈল শস্য ৫৪৯

চিনি উৎপাদক গাছ ৫৫৪

আঁশ-উৎপাদক গাছ ৫৫৭

গো-খাদ্য শস্য ৫৬৪

তামাক ও নার্কটিক গাছ ৫৬৬

চর্ব্য-উৎপাদক গাছ ৫৬৮

পানীয় উৎপাদক গাছ ৫৭০

ঔষধে ব্যবহার্য গাছ ৫৭২

রবার, আঁঠা ও রজন ৫৭৪

রং-উৎপাদক গাছ ৫৭৬

কাষ্ঠ উৎপাদক গাছ ৫৭৮

ফল-পঞ্জিকা ৫৮২

পরিমাপ ৫৮৬

গ্রন্থ বিবরণী ৫৮৮

লেখকের রচনাবলী ৫৯০

গাছপালার মাসিক পঞ্জিকা ৫৯৬

শব্দ-সূচী ৬০১

— — —